ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫৯৪
আগরতলা,৭ মে,২০২৫

ত্রিপুরা জল বোর্ডের সভায় মুখ্যমন্ত্রী
জনগণকে পরিশ্রুত পানীয়জল প্রদানে রাজ্য সরকার একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করে কাজ করছে

জনগণকে পরিশ্রুত পানীয়জল প্রদানে রাজ্য সরকার একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করে চলছে। সেক্ষেত্রে বর্তমানে যেসব এলাকায় এখনও পানীয়জলের সমস্যা রয়েছে সেখানে দ্রুত পানীয়জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে পুরনো পাইপ লাইনগুলির পরিবর্তে নতুন পাইপ লাইন বসানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়া দরকার। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে ত্রিপুরা জল বোর্ডের ৫ম সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আয়রন রিম্যুভাল প্ল্যান্ট আরও কোথায় কোথায় বসানো যায় সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে জল বোর্ডকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ফ্ল্যাটগুলিতে জল সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট গাইডলাইন থাকা প্রয়োজন। নাগরিকদের জল সরবরাহের পূর্বে টেস্টিং-এর বিষয়ে বোর্ডকে আরও বেশি সতর্ক হওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ প্রদান করেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, পানীয়জল সংযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ গাইডলাইন তথা ব্যবস্থাপনা আনা প্রয়োজন। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী ওয়াটার এ.টি.এম.গুলির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের উপরও গুরুত্বারোপ করেন।

সভার প্রথমেই ত্রিপুরা জল বোর্ডের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক বিবেক এইচ. বি. রাজ্যে রূপায়িত জল বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির বর্তমান চিত্র তুলে ধরেন। তিনি জল বোর্ডের চলমান আমরুত ২.০ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, বর্তমানে আগরতলার ১৩টি গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ও সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কর্মক্ষমতার তথ্যও তুলে ধরেন। এছাড়াও জলের গুণমান পরীক্ষার রিপোর্ট, আগরতলা শহরে বাড়িঘরে পানীয়জলের সংযোগের তথ্যও তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে তিনি জানান, আগরতলায় সেন্ট্রাল, সাউথ, নর্থ এবং ইস্ট জোন সহ ২০২৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৮৪ হাজার ৩৭৮ অর্থাৎ ৬৯.১২ শতাংশ বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও স্পেশাল অ্যাসিটেন্সের অন্তর্গত ত্রিপুরা জল বোর্ড কর্তৃক রূপায়িত অন্যান্য প্রকল্পগুলির তথ্য সহ রাজ্যের বিভিন্ন শহর এলাকার জলাশয়গুলি সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন সহ জল বোর্ডের বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনার বিস্তারিত তথ্য মুখ্যমন্ত্রীর সম্মুখে তুলে ধরেন।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, ত্রিপুরা জল বোর্ডের মুখ্য বাস্তুকার রাজীব মজুমদার সহ বোর্ডের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

*****